



## Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

UGC Approved, Journal No: 48666

Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 01-07

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

## প্রসঙ্গ: পূর্বভাগীরথী অঞ্চলে মুন্ডা উপজাতি কথ্যভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

পূর্বগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণার (উ: ও দঃ) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী অভিবাসনের মূল সূত্র ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে যে কোন এলাকার এক সুনির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠী সমূলে এসব জেলায় চলে আসেনি। বিভিন্ন সময়ে কাজের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত কোন ভূম্যধিকারী বা ঠিকাদারের উদ্যোগে কায়িক শ্রমের জন্যই এদের নিয়ে আসা হয়েছিল। আদিবাসী সমাজের মধ্যে ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এরা দ্বিভাষী। বলা উচিত এরা সহজাত দ্বিভাষী। ভাষিক প্রবণতায় অবশ্য স্থানীয় ভাষার দিকেই ঝোঁক বেশি। স্থানীয় ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট। তবে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন এবং আধুনিকতায় এদের মধ্যে স্থানীয় বঙ্গভাষীদের প্রভাব প্রকট। ভাগীরথী পূর্বতীরস্থ এলাকায় আদিবাসী সমাজে মুন্ডাউপজাতির স্থান সাঁওতালদের পরেই বলা চলে। এই মুন্ডা উপজাতি অধ্যুষিত জনজাতির ভাষিক প্রবণতা, বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদির দিক থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে বিভিন্ন বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর, সাক্ষর বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দগুলির যে পরিবর্তন হয়েছে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ সমূহ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে এলাকার বাইরে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না তাঁরা অচল আর যাঁরা এলাকার বাইরে যাতায়াত করেন তাঁদের সচল বলে উল্লেখ করা হল।

প্রতিক্ষেত্রেই বয়স অনুসারে বারটি ভাগে বিভক্ত করা হল। এক) যাটের উর্ধ্বের নিরক্ষর ‘অচল’ ও ‘সচল’ দের ‘অ’ ও ‘স’, দুই) যাটের উর্ধ্বের সাক্ষর ‘অচল’ ও ‘সচল’ দের ‘অ’ ও ‘স’, তিন) চল্লিশের উর্ধ্বের নিরক্ষর ‘অচল’ ও ‘সচল’ দের ‘অ’ ও ‘স’, চার) চল্লিশের উর্ধ্বের সাক্ষর ‘অচল’ ও ‘সচল’ দের ‘অ’ ও ‘স’, পাঁচ) চল্লিশের অনূর্ধ্বের নিরক্ষর ‘অচল’ ও ‘সচল’ দের ‘অ’ ও ‘স’, ছয়) চল্লিশের অনূর্ধ্বের সাক্ষর ‘অচল’ ও ‘সচল’ দের ‘অ’ ও ‘স’।

এখানে অ<sup>১</sup>, স<sup>১</sup>, অ<sup>২</sup>, স<sup>২</sup>, অ<sup>৩</sup>, স<sup>৩</sup>, অ<sup>৪</sup>, স<sup>৪</sup> বাচক গোষ্ঠীর উচ্চারণ মোটামুটি একই রকমের বা ধরণের থেকে গেছে। কিন্তু চল্লিশ অনূর্ধ্ব শেষ চারটি শ্রেণি অ<sup>৫</sup>, স<sup>৫</sup>, অ<sup>৬</sup> ও স<sup>৬</sup> এর সদস্যদের বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিকভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকে নিজস্ব উচ্চারণ রূপে প্রকাশ করেছে।

এখানে ‘অ’ ও ‘স’- বাচকগোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন খুবই সামান্য। যে ধ্বনি পরিবর্তন দেখানো হচ্ছে তা শুধু অ<sup>১</sup> এবং স<sup>১</sup> ভেদের জন্য।

অ<sup>১</sup> বাচক গোষ্ঠীর মুখের কথায়, ‘অকন, অরা, অম, অপে, অসি, অসুল, অকো’, শব্দতে পদাদি, মধ্যেও অন্ত্যে কণ্ঠ্য অ-ধ্বনি কণ্ঠোষ্ঠ্য ও ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ ‘একন, ওরা, ওম, ওপে, ওসি, ওসুল, ওকো’ যা নাকি রাঢ়ীয় প্রভাবকে চিহ্নিত করেছে। অ<sup>১</sup>-দের ‘ওসোর, ওচো, মোচা, তোলা, ওনোলা, ডরো, সাদোম’, আদি মধ্য ও অন্ত্যে কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি সরে গিয়ে অ-ধ্বনিকে জায়গা করে দিচ্ছে স<sup>১</sup>-এ, আর বোলছে, ‘অসোর, অচো, মচা, তল, অনোলা, ডর, সাদম’। অ<sup>১</sup>-দের মুখে, ‘ওল, সোসা, ওতে, ওনোলিয়া, এওন, ওনা, ওর’ শব্দগুচ্ছ ও-ধ্বনিকে হ্রাস্যত করে দেয় স<sup>১</sup>-

এ আর উ-ধ্বনি হয়ে বলে, ‘উল্, সোসু, উতে, উনোলিয়া, এউন্, উনা, উর’। অ’-এর কথায়, ‘উলি, উলিবা, উদা, উতু, তুইউ, উস্কুর, উরগুম্’ শব্দাবলীতে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ওষ্ঠ্য উ-ধ্বনি হয় স’-এ ‘ওলি, ওলিবা, ওদা ওতু, তুইও, ওস্কোর, ওরগোম্’। অ’-দের কথ্যবুলি, ‘এংগা, সালাংগি, দুরাং, অঙ্গবোল, সাংউটি’ শব্দেতে মধ্য ও অন্ত্যে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক অযোগবাহ ং- ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিকা ন-ধ্বনিতে এসে স’-এ বলে, ‘এংগা, সালাংগি, দুরান্, অনবোল, সানউটি’। অ’-এর ‘হুরিং, কাংটারা, পুংডি, গোংহো, কেংটেদ, গংদ, বাংগা,’ শব্দগুচ্ছ ংধ্বনি ম-ধ্বনি হয়ে যায় স’-এ, ‘হরিম্, কামটারা, পুমডি, গোম্হো, কেম্টেদ্ গম্দ্ বাম্গা’। অ’-এর ‘আড়াঁরা, হঁসুয়া, গঁগএ, মাঁড়ি, ভের, চাঁডু,’ শব্দেতে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ঘোষবৎ ং- ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবত্ভাৱাচ্ছে স’-এ ‘আড়ারা, হসুয়া, গগ্এ মাড়ি। ভের, চাডু’। অ’দের ‘চিকান্, গেন্দারা, জোন্ডা, ইনকিন্, উমুন্, ওসেন্’ শব্দগুচ্ছ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুগু হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করছে স’-এ, ‘চিকাঁ, গঁদাবা, জোঁডা, ইঁকিন্, উমুঁ, ওসোঁ’।

অ’-দের, ‘তিরিল্, হেল্তা, চালা, কুল্পু, লাদ্, মেলোর,’ শব্দেতে দন্ত্য অন্তঃস্থ ল-ধ্বনি নাসিক্য ন-ধ্বনিতে স’-এ বলে, ‘তিরিন্, হেন্তা, চানা, কুল্পু, নাদ্, মেনোর’। অ’-দের ‘আকিন্, নেক্আ, মানিবা, সুনুম্, নেরোমা, বানা,’ শব্দগুচ্ছ ‘ন’ ও ‘ল’ এর ক্লটিং বিপর্যয় শুনি স’-এর মুখে, ‘আকিল, লেক্আ, মালিবা, সুলুম্, লেরোম্, বালা’। অ’-দের, নোলোদ, তনরল্, কিরিড্, কিচির, তৎকা,’ শব্দে দুটি বিষয় ব্যঞ্জনধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে সমীভূত হয়ে যায় স’-এ ‘নোনোদ, নিলল্, কিরির, চিচির, তৎকা’। অ’-এ হোর, হাতু, নাহেল্, রাহরি, হোডে হাতোম,’ শব্দেতে প্রবল শ্বাসাঘাত হেতু কণ্ঠনালীয় উষ্ম হ-ধ্বনিদুর্বল হয়ে লুগু হয় স’-এ ‘ওর, আতু, নাএল্, রাঅরি, ওডে, আতোম’।

অ’-এর ‘দাম্‌কম্, সোরালিআরাঃ, সাসঙ, এপেরর, কক্‌লা কুটুরকুটুর,’ শব্দগুচ্ছ দুটি সমব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ হয়ে বিষমীভূত হয় স’-এ, ‘দাম্‌কন, সোরালিআড়াঃ, সাতঙ, এপেরড, কগলা, কুটুরকুটুর’। অ’-দের, ‘খনে, সিরফা, খারি, ঝোড়া, অটউরি’ শব্দগুলি অল্পপ্রাণিত হয়ে যায় স’-এ, ‘কনে, সিরপা, তারি, জোরা, অটউরি’। অ’-দের ‘সেক্‌রে, অকো, উস্কুর, লক্‌ড়া, সুক্‌তা, চোক্‌এ,’ শব্দগুচ্ছ জিহ্বামূলীয় ক-ধ্বনি ঘোষীভূত হয়ে স’-এ বলছে, ‘সেগ্‌রে, অগো, উসগুর, লগ্‌ড়া, সুগ্‌তা, চোগ্‌এ’। অ’-এর ‘তেগ্‌আ, গহাগ্‌আ, পাগ্‌আ, গড়িন্, এগ্‌এর, অগ্‌রা,’ শব্দেতে সঘোষ গ-ধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে স’-এ বলছে, ‘তেক্‌আ, হাগ্‌আ, পাগ্‌আ, গড়িন্, এগ্‌এর, অকরা’। অ’-দের ‘অপ্‌উ, চাপ্‌ই, উপ্‌নিআ, গাপ্‌আ, রপ্‌অ, হপানুম্,’ শব্দগুচ্ছ প-ধ্বনি ঘোষীভূত হয়ে ব-ধ্বনিতে স’-এ হয়, ‘অব্‌উ, চাপ্‌ই, উপ্‌নিআ, গাব্‌আ, রব্‌অ, হবানুম্’। অ’-এর, ‘ইদুব, ওব, চুপঅঃ, সাব, তুবতুর, দোব্‌আ’ অল্পপ্রাণ অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি অঘোষীভূত হলে প-ধ্বনিতে এসে স’-এ বলে ‘উদুপ, ওপ, চুপঅঃ সাপ, তুপতুর, দোপ্‌আ’। অ’-এর ‘ওতওর, ওত্‌এ, ইত্‌ইর, উত্‌উ, চেত্‌আ, কত্‌উ,’ শব্দগুচ্ছ ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ত-ধ্বনি দ-ধ্বনি হয়ে যায় স’-এ, ‘এদ্‌ওর, ওদ্‌এ, ইদ্‌ইর, উদ্‌উ, চেদ্‌আ, কদ্‌উ’।

অ’-দের, ‘হসরদ, হোংদএর, মিঅদ, উদ, নিদ্‌আ, মুদাম,’ শব্দাবলী দ-ধ্বনি অঘোষবৎ, হয় ত-ধ্বনিতে আর স’-এ বলে, ‘হসরৎ, হোংতএর, মিঅৎ, উৎ, নিত্‌আ, মুতাম্’। অ’-দের, ‘পুস্‌টু, পুট্‌রাকবি, কাট্‌আজমবুরা, কোট্‌আ, সিট্‌পিন,’ শব্দেতে স্পৃষ্ট মূর্ধন্য ট-ধ্বনি অঘোষবৎ হয়ে দন্ত্য ত-ধ্বনিতে স’-এ বলে, ‘পুস্‌তু, পুৎ‌রাকবি, কাত্‌আজমবুরা, কোত্‌আ, সিৎ‌পিন’। অ’-দের, ‘গোত্‌অম্, বোসতা, পুতাম্, চিত্‌ইরি, লুত্‌উর,’ শব্দগুচ্ছ দন্ত্যস্পর্শ ত-ধ্বনি স্বতঃমূর্ধন্যীভবনের ফলে অঘোষীভূত হয়ে ট-ধ্বনি হয় স’-এ ‘গোট্‌অম্, বোসটা, পুটাম্, চিট্‌ইরি, লট্‌উর’। অ’-এর, ‘গুড্‌উ, গেড্‌এ, মিন্‌ডি, গাড্‌ই, ডুল্কি, চুংডু,’ শব্দগুচ্ছ শ্বাসাঘাত হেতু ঘোষবৎ মূর্ধন্য ড-ধ্বনি অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় মূর্ধন্য ট-ধ্বনি হচ্ছে স’-এ আর বলে, ‘গুট্‌উ, গেট্‌এ, মিন্‌টি, গাট্‌ই, টুল্কি, চংটু’। অ’-এর ‘টুঅর, টেবাং, টুংকি, টুসা, জোটাঃ, টোর’ শব্দগুচ্ছ ট-ধ্বনি ড-ধ্বনি হয়ে যায় স’-এ, ‘ডুঅর, ডেবাং, ডুংকি, ডুসা, জোডোঃ, ডোর,’। অ’-দের, ‘অইএঃ, অইএঃঅ, অপুইএঃ, আএঃ, মারাএঃ’ শব্দগুচ্ছ তালব্য এঃ-ধ্বনি দন্ত্য ন-ধ্বনি হয়ে ওঠে স’-এর মুখে, ‘অইন্, অইন্‌অ, অপুইন্‌আন, মারান্’। আবার অ’-দের মুখে, ‘অকিরিএঃ, অজিএঃ অএঃডি, অকোএঃ, আপুএঃ’ শব্দেতে নাসিকা এঃ-ধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে আনুনাসিক ম-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স’-এ বলে,

‘অকিরিম, অজিম, অমড্দি, অকোম, আপুম’। অ’-বাচকগোষ্ঠীর, ‘হচাঃ, বাকাঃ, আড়াঃ, হাটাঃ, বুসুঃ, লিজাঃ’ শব্দগুচ্ছে বিসর্গ (ঃ) অঘোষধ্বনি লোপ পাচ্ছে স’-দের মুখে, ‘ইচা, বাকা, আড়া, নুমা, হাটা, বুসু, লিজা’।

এখন আমরা যাটের যাটের উর্ধ্ব মুন্ডা উপজাতির বাচকগোষ্ঠীর সাক্ষর সম্প্রদায়ের নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণের আঙ্কিক হিসেব নির্ণ সমীক্ষর এগোলাম। এদের অচল ও সচল ভেদে ভাগ করে নাম দিলাম ‘অ’ এবং ‘স’। এখানে আমরা পাঁচাওরজন করে সদস্য নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম। সাক্ষর গোষ্ঠীর অচল ও সচলদের ‘অ’ ও ‘স’ রূপে করলাম।

অ’- বাচকগোষ্ঠীর কথায় ‘অম, অবিন, অসুল, অব, অপিয়া, অরেঅ, অক্অঃল’ শব্দগুচ্ছে পদাদি, মধ্যস্থ ও অন্ত্যে কণ্ঠ্য অ-ধ্বনি কঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি হচ্ছে স’-তে, ‘ওম, ওবিন, ওসুল, ওবু, ওপিয়া, ওরেও, অকোওঃ। অ’-দের কথায়, ‘ওরব্ ওমোন, ওটঅঃ, ওড়ে, ওতে, ওনাসি’ শব্দতে কঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি কণ্ঠ্য অঃধ্বনি হয় স’-তে ‘অবর, অমোন, অটঅঃ, অড়ে, অতে, অনাসি’। অ’-দের, ‘বনোঃ, কোস, পোঅ্আ, দোলা, জোম, ওকোঅং’ শব্দগুচ্ছে কঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি ওষ্ঠ্য উ-নাউকি’ শব্দতে উ-ধ্বনি সরে গিয়ে ও-ধ্বনি আসে স’-তে, ‘কোরাম, সপো, বারো, ওলি, সোকো, নাওকি’। অ’-এর ‘পাংডু, জোংগর, অংবোল, বিংরি, গোংডে’ শব্দাবলীতে ংধ্বনি ম-ধ্বনি হয়ে ওথে স’-তে ‘পামডু, গোম্গর, অম্বোল, বিমরি, গোমডে’। অ’-দের টুংকি, লুংগাম্ চাংডু, হোংদের, বহিংগা, ‘শব্দতে অনুনাসিক মহাপ্রাণ ং ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি দন্ত্য ন-ধ্বনিতে ফিরে আসে স’-তে, ‘টুন্কি, লুনগাম্, চাংডু, হোংদের, বহিংগা, ‘শব্দতে অনুনাসিক মহাপ্রাণ ং ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি দন্ত্য ন-ধ্বনিতে ফিরে আসে স’-তে, ‘টুন্কি, লুনগাম্, চানডু, হোন্দের, বহিংগা’। অ’-দের, ‘হেঁদে, রাঁগা, সিঁগি, ইঁডিকা, চেঁড়ে, তারাঁব’ শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ ং-ধ্বনির ঘোষবত্তা হারিয়ে স’-তে বলে, ‘হেদে, রাগা, সিগি, ইডিকা, চেড়ে, তারাব্,। অ’-দের, ‘দোরপোন, দুববেন, দুনুব, এনড্, উসিন, ইনুড্’ শব্দগুলির নাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি লুণ্ড হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে নাসিকীভবন হয়ে স’-তে, ‘টুন্কি, লুনগাম্, চানডু, হোন্দের, বহিংগা’। অ’-দের, ‘হেঁদে, রাঁগা, সিঁগি, ইঁডিকা, চেঁড়ে, তারাঁব’ শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ ং-ধ্বনির ঘোষবত্তা হারিয়ে স’-তে বলে, ‘হেদে, রাগা, সিগি, ইডিকা, চেড়ে, তারাব্’। অ’-দের, ‘দোরপোন, দুববেন, দুনুব, এনড্, উসিন, ইনুড্’ শব্দগুলির নাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি লুণ্ড হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে নাসিকীভবন হয়ে স’-তে বলছে, ‘দোরপোঁ, দুববেঁ, দুঁউব, এঁড্, উসিঁ, ইঁউঙ্’। অ’-দের ‘জিনু, ইলি, তল্কা, লোআ, বুলু, লাচো’ শব্দতে অর্ধব্যঞ্জন ‘ল’ ও ‘ন’-ধ্বনির মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে স’-তে, ‘জিনু, ইইনি, তন্কা, নোআর, বুনু, নাচো’। অ’-দের, ‘নেআ, চুনা, রানু, চানাজ্, জন, সেন্’ শব্দগুচ্ছে ন-ধ্বনি পার্শ্বিক তরল ধ্বনি ল-ধ্বনিতে স’-তে বলে, ‘লেআ, চুলা, রালু, চালাজ্, জল, সেল্’। অ’-এর কথায়, ‘হোলা, হানা, হুটার, জহ্লা, হোডে’ শব্দতে কণ্ঠ্যনালীয় আকুঞ্চনের ফলে স’-তে বলে ফলে, ‘ওলা, আনা, উটার, জঅ্লা, ওডে’। অ’-এর, ‘অল্লা, অড্ লেল, গাদেদ, ওগুলো, কাকারু,’ শব্দতে সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি রূপান্তর ঘটিয়ে বিষমীভূত হয় স’-তে, ‘অনলা, অড্টা, নেল, গাদেত, ওকুলা, কাগারু’। অ’-দের কথায়, ‘নোলদ, মুতুম, মুতুম, নুরৎনা, নিরল, নিমিনাঙ্’ শব্দগুলোতে মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে অল্পপ্রাণীভবন প্রক্রিয়ায় স’-দের, ‘উপ্, পাদা, পুতি, গহগরি, পুপা, বরচা’ অ’-দের, তিক্ইন, সক্রি, সোকরা, লুকন্দি, নাকি, হোঙ্কুরি’ শব্দগুচ্ছে অঘোষ ক-ধ্বনি ঘোষীভূত হয় গ-ধ্বনিতে স’-তে বলে, ‘তিগ্ইন, সগরি, সোগরা, লুকন্দি, নাগি, হোন্গুরি’। অ’-দের কথাবার্তায় ‘অগোর, আণ্ড, গমা, গতি, দংকরা’ শব্দতে অঘোষীভবন প্রক্রিয়া গ-ধ্বনি ক-ধ্বনি হচ্ছে স’-এ, ‘অকোর, আকু, কমা, কতি, দংগরা’। অ’-দের, ‘আপ্জোম, আপোন, অপিয়া, পুইলা, পেয়াজু’ শব্দগুচ্ছে ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি ওষ্ঠ্য প-ধ্বনি হয় স’-এ, ‘আরজোম, অববন, অবিয়া, বুইলা, বেআজু’। অ’-দের, ‘দাব্, সাবরি, সিলিব, তোবাউ, দেডেব্, উব’ শব্দগুচ্ছে অঘোষীভূত হয়ে স’-তে, ‘দাপ্, সাপরি সিলিপ্, তোপাউ, দেডেব্, উপ্’। অ’-দের, ‘অতউর, ওতআ, সেতআ, আত্উ, সুতাম’ শব্দে স্বতোমূর্ধনীভবনের ফলে ত-ধ্বনি মূর্ধন্য ট-ধ্বনি হচ্ছে স’-তে, ‘অটউর, ওটআ, সেটআ, আট্উ, সটাম্’। অ’-দের, ‘চাট্উ, জাট্ই, কোটাসি, জোলোব্টা, আড়াকাটা, চুপা’ শব্দতে ট-ধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে স’-তে বলে, ‘চাত্উ, জাত্ই, কোতাসি, জোলোব্তা, আড়াকাতা, তুপা’। অ’-এর মুখে,

‘কোতাঃ, কত্‌অঃ, হাতুরাঃ, চেত্‌আ, গিতিল’ শব্দতে ত-ধ্বনি ঘোষীভূত হয়েছে স<sup>২</sup>-তে ‘কোদাঃ, কদ্‌অঃ, হাদুরাঃ, চেদ্‌আ, গিদি’। অ<sup>২</sup>-দের ‘গিদই, আদ, অকিদ, অদাকরা, এদকা’ শব্দগুচ্ছে অঘোষীভবন প্রক্রিয়ার স<sup>২</sup>-তে বলে, ‘গিতই, আত, অকিত, অতাকরা, এৎকা’। অ<sup>২</sup>-দের মুখে, ‘অড্, ডবা, গুন্ডি, চাংডু, ডাংক্, মাংডি’ শব্দতে শ্বাসাঘাতের ফলে অঘোষীভূত হচ্ছে ড-ধ্বনি ট-ধ্বনিতে স<sup>২</sup>-এ হয়, ‘অট্, টবা, গুন্টি, টাংক্, মাংটি’। অ<sup>২</sup>-এর, ‘অট্‌কর, গোংট্, অট্, গোটা, ইটা, সুটি’ শব্দতে ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ট-ধ্বনি হচ্ছে স<sup>২</sup>-তে, ‘অড্‌কর, গোংড্, অড্, গোডা, ইডা, সুডি’। অ<sup>২</sup>-দের, ‘চালুঃ, আকতেঃ, মেনাঃ, লুরুঃ, কোরোঃ, হিনিআঃ’ শব্দতে (ঃ)- অঘোষীধ্বনীলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে স<sup>২</sup>-তে, ‘চালু, আকতে, মেনা, লুকু, কোরো, হিনিআ’। অ<sup>২</sup>-দের কথায়, ‘এৎতে, অবৎৎ, দরিৎৎ, তুরিৎৎ’ শব্দতে নাসিক্য ঞ্-ধ্বনি দন্ত্য ন-ধ্বনি হচ্ছে স<sup>২</sup>-তে, ‘এন্তে, অবেন্, দরিন্, তুরিন্, আলিনা’। অ<sup>২</sup>-দের কথায়, ‘এরাঙ, অলাঙ, টেরেঙ, রাবাঙ, তারাঙব্’ শব্দতে পূরক ঙ্-ধ্বনি বিনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়ায় লোপ পাচ্ছে স<sup>২</sup>-তে, ‘এরান্, অলান্, টেরেন্, রাবান্, তাবানব্’।

এখানে আমরা পঁয়তাল্লিস থেকে অঞ্চল্লর মধ্যে নিরক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষা সংগ্রহ করতে অচল ও সচল ভেদে দুটি ভাগে ভাগ করলাম। তাদের ‘অ’ এবং ‘স’ রূপে ঠিক করলাম। মুন্ডা উপজাতি বাচকগোষ্ঠীর কথ্য ভাষায় এখানকার পূর্বরাষ্ট্রীয় সর্বজন চলিত কথ্যভাষায় ছাপ পড়েছে। প্রায় চল্লিশ শতাংশ পাঁচাত্তর জন করে সদস্যদের মুখের ভাষা নিয়ে অচল ও সচল দের অ’ ও স’ রূপে সংক্ষেপে লিখে নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম।

অ<sup>১</sup>-বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথায়, ‘অনু, অপিসার, অইঅর, অংতড়ি, অরিদ্, অবু’ শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি ও-স্বরধ্বনি হয়ে যায় স<sup>১</sup>-তে, যা রাষ্ট্রীয় প্রভাবকে চিহ্নিত করছে, ‘ওনু, ওপিসার, অইওর, ওংতড়ি, ওরিদ্, ওবু’। অ<sup>১</sup>-এর ‘তোবা, বোরসাঃ, তোপাঙ, তোনোল, পোনাই’ শব্দে ও-ধ্বনি সরে গিয়ে অ-ধ্বনি হচ্ছে স<sup>১</sup>-এ, ‘উটরে, উবোর, গোসু, চুআঃ, ওট্‌অঃ’। অ<sup>১</sup>-এর ‘উকু, উমা, আউ, চাউলি, উমিন্, উরুম্’ শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে উ-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>১</sup>-এ, ‘ওকো, ওমা, আও, চাওলি, ওমিন্, ওরোম্’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘চংগা, টেংগরি, দিংগাত্র, ইংডিকা, গোংড়া’ এখানে অযোগবাহ ং-ধ্বনি উচ্চারণে মহাপ্রাণতা হারিয়ে ঘোষ ওষ্ঠ্য ম-ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘চম্‌গা টেম্‌গরি, দিম্‌গাত্র, ইম্‌ডিকা, গোম্‌ড়া’। অ<sup>১</sup>-দের ‘কুংদক্, অরংদি, মাংদুলি, হাংস্, কুংজল’ শব্দতে মহাপ্রাণ ং-ধ্বনি নাসিকা ন-ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘কুনদক্, অরনদি, মান্দুলি, হানস্, কুনজল্’। অ<sup>১</sup>-এর, ‘এঁগা, পুঁড়িস মাঁডি, ঢাঁক, কেঁদরা, ওঁডি’ এখানে ঘোষবৎ ং-ধ্বনি লোপ পেয়ে স<sup>১</sup>-এ হয়, ‘এগা, পুঁডি, মাঁডি, ঢাক্, কেঁদরা, ওডি’। অ<sup>১</sup>-দের ‘মানল্ কানহি, যোন, অনার, মানিআড়াঃ’ শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ং-ধ্বনি আগম ঘটেছে এখানে নাসিক্যধ্বনি উঠে গিয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করছে স<sup>১</sup>-এ ‘মাঁল, বগঁহি, ঘোঁঅ, অঁআর, মাঁআড়াঃ’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘ডুলকি, ডেলে, তিল্, তোল্, দল্, গুল্,’ শব্দতে ‘ল’ ও ‘ন’ কচ্চিৎ বিপর্যয় শুনতে পাই স<sup>১</sup>-এ, ‘ডুলকি, ডেনে, তিন্, তোন্, দন্, গুন’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘তানাৎ, দুব্বিন্, দুনুব্, ইসিন্, উনুড্’ নাসিক্য ন-ধ্বনি অন্তঃস্থ ল-ধ্বনি হয় কখনো স<sup>১</sup>-এ, ‘তালাত্, দুব্বিল্, দুলুব্, ইসিল্, উলুড্’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘তানাৎ, দুব্বিন্, দুনুব্, ইসিন্, উনুড্’ নাসিক্য ন-ধ্বনি অন্তঃস্থ ল-ধ্বনি হয় কখনো স<sup>১</sup>-এ, ‘তালাত্, দুব্বিল্, দুলুব্, ইসিল্, উলুড্’। অ<sup>১</sup>-দের মুখে, ‘হগা, হরম্, হোসোডো, ছুড়ির, হাটাঃ, হগাতে,’ শব্দতে প্রবল শ্বাসাঘাত কারণে কণ্ঠনালীয়া উষ্ম ঘোষবৎ হ-ধ্বনি দুর্বল হয়ে লোপ পায় স<sup>১</sup>-এ, ‘অগা, অরম্, ওসোডো, উড়ির, আটাঃ, অগাতে’। অ<sup>১</sup>-দের মুখে, ‘বপই নলা, হাড্‌গড়, কোচে, ইৎটেন’ শব্দতে সমীভূত হয়ে স<sup>১</sup>-এ সমরূপত্ব লাভ করে, ‘ববই, ললা, হারগর, কোকে, ইন্টেন’। অ<sup>১</sup>-দের ‘কোকা, কোকলে, কুকর, কিরেদবিরেদ, সোসোসুকু’ শব্দে সমধ্বনির একটি লুপ্ত হয়ে বিষমীভূত হচ্ছে স<sup>১</sup>-এ, ‘কোচা, কোগ্লে, কুগর, কিরেদবিরেদ, সোসোসুকু’। অ<sup>১</sup>-দের মুখে ‘সুকরি, রোকো, সিকউ, লিজাঃসুকউ, বাকইডি’ শব্দতে ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ক-ধ্বনি গ-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>১</sup>-এ, ‘সুগরি, রোগো, সিগউ, লিজাঃসুগউ, বাগইডি’। অ<sup>১</sup>-দের মুখে, ‘ওড়রি, তুগউরি, গোনোর, এংগসাদোম্ চংগা’ শব্দগুচ্ছে অঘোষীভূত হয় গ-ধ্বনি ক-ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘কুডরি, তুকউরি, কোনার, এংকসাদোম, চংকা’। অ<sup>১</sup>-এর ‘উপল পাচুআ, জাম্পা, অপি, অপু, পদা,’ শব্দগুচ্ছে ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় প-ধ্বনি ব-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>১</sup>-এ, ‘উবল, বাচুআ, জাম্বা, অবি, অবু, লদা’। অ<sup>১</sup>-এর ‘চবাই, চব্‌আতানা, অপা, তারোব, বানুড, লাটাব্’

শব্দগুচ্ছে অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে প-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>০</sup>-এ, ‘চাপাই, চপ্‌আতানা, অপা, তারোপ, পানডু, লাটাপ’। অ<sup>০</sup>-এর ‘চেত্‌অন, এত্‌অর, তুকু, তুড়, অত্‌উর, গুতু’ শব্দগুচ্ছে ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ত-ধ্বনি দ-ধ্বনি হয়েছে স<sup>০</sup>-এ, ‘চেদ্‌অন, এদ্‌অর, দুকু, দুড়, অদ্‌উর, গুদ’। অ<sup>০</sup>-দের ‘সিআদ, মাদ্‌উকাম, মাদ্‌আল, নিদ্‌ইব, পামপলাদ,’ শব্দে অঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় দ-ধ্বনি ত-ধ্বনি হয়েছে স<sup>০</sup>-এ, ‘সিআত, মাত্‌উকাম, মাত্‌আল, নিত্‌ইব, পামপলাত’। অ<sup>০</sup>-এর, ‘অটাউরি, কুট্‌উরি, উস্‌টি, জুটা, কিটিল্’ শব্দগুচ্ছে স্পৃষ্ট ট-ধ্বনি দন্ত্য ত-ধ্বনি হচ্ছে স<sup>০</sup>-এ, ‘অতাউরি, কুত্‌উরি, উস্‌তি, জুতা, কিতিল’। অ<sup>০</sup>-এর ‘সারতে, তিজ্‌উ, তোআ, আপিত্‌আন, আত্‌উ:তানা’ স্বতোঃমূর্খনীভবনের প্রভাবে ত-ধ্বনি ট-ধ্বনি হয়েছে স<sup>০</sup>-এ, ‘সারটে, টিজ্‌উ, টোআ, আপিট্‌আন, আট্‌উ:টানা’। অ<sup>০</sup>-দের ‘কাটুঃ, লাইঃ, হেসাঃ, উসুঃ, উরিঃ, ওকোনিঃ, ওড়াঃ’ শব্দগুচ্ছে বিসর্গ (ঃ) সঘোষধ্বনি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, স<sup>০</sup>-এ ‘কাটু, লাই, হেসা, উসু, উরি, ওকোনি, ওড়া’। অ<sup>০</sup>-দের ‘এনা, এসেল, পারাএ, এরে, এসের, এগের’ প্রভৃতি শব্দতে সংবৃত কণ্ঠ্য তালব্য এ-ধ্বনি বিবৃত এয়্যা-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>০</sup>-এ, অ<sup>০</sup>-এর, ‘চকা, চনা, চপি, চাপিমে, চাটু’ শব্দতে তালব্য স্পর্শ চ-ধ্বনি অনেক সময় মৃদু শিসধ্বনি স-ধ্বনি হয়েছে স<sup>০</sup>-তে, ‘সকা, সনা, সপি, সাপিমে, সাটু’। অ<sup>০</sup>-দের ‘ইদি, ইবির্, ইদড্, ইচঅঃ, ইতির্, ইদু’ শব্দগুচ্ছে তালব্য ই-ধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>০</sup>-এ, ‘এদি, এবিল্, এদড্ এচঅঃ, এতির্, এদ’।

এখানে আমরা পর্যটাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়েসের সাক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় পূর্বরাষ্ট্রীয় উপভাষার প্রভাবের ক্রমিক বৃদ্ধির মাত্রা নিরূপণে অচল ও সচল ভেদে ‘অ’ এবং ‘স’ রূপে চিহ্নিত করলাম। পূর্বরাষ্ট্রীয় ছাপ যথেষ্ট বর্তমান। প্রায় চল্লিশ শতাংশ। নিম্নের শব্দগুচ্ছে তার প্রমাণ মিলবে।

অ<sup>০</sup>- বাচকগোষ্ঠীর মৌখিক ভাষায় উচ্চারিত ধ্বনি, ‘অড়ি, অরেঃ, অইউর্, অমিনর্, আলোকনা’ শব্দগুচ্ছে কণ্ঠ্য অ-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>০</sup>-এর মুখে, ‘ওড়ি, ওরেঃ, ওইউর্, ওবিনর্, ওলোকনা’। অ<sup>০</sup>-দের মুখের, ‘পোসা, বোকা বোআ, তোউআ। তোদ, দোবা’ শব্দতে ও-ধ্বনি অ-ধ্বনি হয় স<sup>০</sup>-এ, ‘পসা, বকাবাআ, তউয়া, তদ, দবা’। অ<sup>০</sup>-দের, ‘চাতোমআড়া, ওল্, জারোম, ওকিন, অদ্‌ওআ’ শব্দগুচ্ছে ও-ধ্বনি উ-ধ্বনি হয়ে পড়ে স<sup>০</sup>-এ, ‘চাতুমআড়া, উল, জারুম, উকিন্, অদউআ’। অ<sup>০</sup>-দের মুখে, ‘উপাল্‌বা, কেউআ, গুইরাম, দিসুম, ডুরি, উমগুন্’ শব্দগুচ্ছে উ-ধ্বনি ও-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>০</sup>-এ, ‘ওপাল্‌রা, কেওআ, গোইরাম, দিসোম, ডোরি’। অ<sup>০</sup>-দের কথায়, ‘তেমংবে, তোংডো, জাংত্‌উঅ, পেটেংরা, আংকোআর্’ শব্দগুচ্ছে অঘোষ ং-ধ্বনি নাসিক্য ন-ধ্বনিতে স<sup>০</sup>-এ বোলতে শুনছি, ‘তেমন্‌বে, তোনডো, জানত্‌উঅ, পেটেন্‌বা, আনকোআর্’। অ<sup>০</sup>-দের, ‘আবাংবাং, সিংগিতুর্, ওকোওং, অংকাদুঅর্, সিংগার্,’ শব্দগুচ্ছে উচ্চারণে মহাপ্রাণতা হারিয়ে ং-ধ্বনি ঘোষ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ম-ধ্বনিতে স<sup>০</sup>-এ বলে, ‘আবাম্‌বাম, সিংগিতুর্, ওকোওম, অমকাদুঅর্, সিংগার্’। অ<sup>০</sup>-দের মুখে, ‘দাঃ, ওড়াঃলে, লাইঃ, মুইঃ, চিঅঃ, নুর্অঃ, গঅঃসদি’ , শব্দগুচ্ছে অঘোষ (ঃ) বিসর্গ ধ্বনি লুপ্ত হয়ে স<sup>০</sup>-এ বলছে, ‘দা, ওড়ালে, লাই, মুই, চিঅ, নুর্অ, গঅইদি’। অ<sup>০</sup>-দের কথা, ইমিনাংবাবা, সিঙআড়াঃ, ইপির্পিইউঙ, বিঙ, সারেজাঙ কিদিঙ, মাদাঙ’ শব্দগুচ্ছে পূরক ঙ-ধ্বনি বিনাসিক্যীভবন প্রক্রিয়ায় লোপ পায় স<sup>০</sup>-এন-ধ্বনি করে বলে, ‘ইমিনান্‌বাবা, সিন্‌আড়াঃ, ইপির্পিইউন্, বিন, সারেজান্, কিদিন্, মাসান্’। অ<sup>০</sup>-দের মুখে, ‘তোরস্‌দ, তুবিদ্, তুরতুড়, তির্‌মিদ, তালানিদা, দিড়িগির্,’ শব্দগুচ্ছে বিষমধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে স<sup>০</sup>-এ হয়ে যায়, ‘তোর্‌সৎ, তুবিত্, তুর্‌তুর্, তির্‌মিত, তালানিতা, দিড়িগিড্’। অ<sup>০</sup>-দের, ‘আকো, বারিয়া, আর্‌গোম, আলো, আজা, আউ, আলে, আণ্ড’ শব্দগুচ্ছে আ-ধ্বনি অ-ধ্বনি হচ্ছে স<sup>০</sup>-এ, ‘অক্‌ বারিঅ, অর্‌গোম, আলো, অজ্, অউ, অলে, অঘু’। অ<sup>০</sup>-এর ‘আলুআ পেআজু, বাপারিআ, রাচা, কাস্‌মার্’ শব্দতে আ-ধ্বনি ও-ধ্বনি হয় স<sup>০</sup>-এ, ওলুআ, পেওজু, বাপারিও, রাচো, কাস্‌মোর’। অ<sup>০</sup>-দের মুখে, ‘ইসু, ইচঅঃ, নিসির্, এলি, একির্গিএউ’। অ<sup>০</sup>-দের, ‘এসেল্, এইডু, এপেরর্, ইআ’। অ<sup>০</sup>-দের, ‘গোনেএ, তেতা, দেঅ, এসার্, এলড্, এগের্’ শব্দগুচ্ছে সংবৃত এ-ধ্বনি বিবৃত এইয়া-ধ্বনি হয়ে ওঠে স<sup>০</sup>-এ, ‘গোনেএ.... ত্যাতা, দ্যাখা’। অ<sup>০</sup>-দের শব্দগুচ্ছে বিবৃত ইয়া-ধ্বনি সংবৃত কণ্ঠ্য তালব্য এ-ধ্বনি হচ্ছে স<sup>০</sup>-এ, এআ, একেলা, এরর্, এটেঃ, এসকর্, এবাঙ্’। অ<sup>০</sup>-দের মুখের, ‘অকির্রির্, হৌনঝইর্, বুর্‌জুরা, তেতড্, দুবড্, দিদি’ শব্দগুচ্ছে সমব্যঞ্জন ধ্বনির একটি সমাক্ষর লোপ পেয়ে শুনতে পাচ্ছে স<sup>০</sup>-

এ, ‘অকিরি হোঁঝর, বুরজু, তেড, দুর, দি’। অ<sup>১</sup>-দের ‘অটল, অঅর, অকল, অতর, আলাঙ, বারাঙ, বারাঙ, গিতিল, সিকর, ইপিল, ইকির, গেদাক, মিআঙ, আজোম, হিসাব’ শব্দগুচ্ছেব্যাপক স্বরসঙ্গতি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘অটোল, অওর, অকোল, অতোল, আলাঙা, বারাঙা, গিতিনি, সিকরি, ইপিলি, ইকিরি, গিদাক, মেআঙ, এলা, বেরাঙ, এজেমে, হিসেবে’। অ<sup>১</sup>-মুক্‌উরি, কোনিআ, সউক্‌উ, কুমা, কচরা, অক্‌ইন,’ শব্দগুচ্ছে ক-ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘মুগ্‌উরি, গোনিনা, উগ্‌উ, গুমা, গচরা, অগ্‌ইন’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘গরিস, গরিন, তোংগা, লেংগা, বেংগরা, এগের’ শব্দগুচ্ছে গ-ধ্বনি ক-ধ্বনি হয়ে যায় স<sup>১</sup>-এ, ‘করিস, কঠিন, তোংক্‌আ, লোংক্‌আ, বেংক্‌রা, এক্‌এর’। অ<sup>১</sup>-এর, ‘কোপ, ইপঅঃ, কুপ্‌উল, ওপ্‌ই, নিমিরগপা’ শব্দতে প-ধ্বনি ব-ধ্বনি হয়ে স<sup>১</sup>-এ, ‘কোব, ইব্‌অ, কুব্‌উল, গুব্‌ই, নিবিরগরা’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘তব্‌রি, নুব্‌অঃ বুসউ, বসিমনডি, সাব’ শব্দগুচ্ছে ব-ধ্বনি প-ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘তপ্‌রি, নুপ্‌অঃ, পুস্‌উ, পসিম্‌নডি, সাপ’। অ<sup>১</sup>-দের, ‘হেবাসে, হাব, হাদ, হাম্‌বাল, হবিগাকাম’ শব্দতে হ-ধ্বনি দুর্বলতাহেতু ঘোষবত্তা হারিয়ে অ-ধ্বনি হয় স<sup>১</sup>-এ, ‘এবাসে, আব্‌ আদ্, আম্‌বোল, অবিগাকাম’।

এখন আমরা চল্লিশ অনূর্ধ্ব বাচকগোষ্ঠীর, সাক্ষর-নিরক্ষর, অচল ও সচল, সম্প্রদায়ের নিয়ে সমীক্ষায় এগোবো। এরা নূতন প্রজন্মের বাচকগোষ্ঠী। এখানকার পরিবেশ, আবহাওয়া ও ভৌগলিক আবহে পরিপুষ্ট। এদের বেড়ে ওঠা, কথাবলা, সবই রাঢ়ীয় উপভাষার উচ্চারণকে টেনে নিয়েছে আর অভ্যস্ত হওয়া এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষর অচল ও সচল দের ‘অ’ ও ‘স’ হল সংক্ষিপ্ত রূপ। এদের ভেদাভেদ নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। রাঢ়ীয় উপভাষার স্বরধ্বনি ও স্বরসঙ্গতি চাঞ্চল্য বিশেষ লক্ষণীয়, ষাট জন করে সদস্য নিয়ে মুন্ডা উপজাতির কথ্য ভাষার সমীক্ষায় এগোলাম।

(অ<sup>১</sup> ও অ<sup>২</sup>) দের মুখের কথায়, ‘অলোম, কোঅম, অত্‌ রা, অপেঅ, অটোদ্,’ ‘ওর্না, চতোম, ওলেআ, এবেরেন্’; ‘উকুনালে, চিউলাও, হনকুআ, কুব্‌কু, তুরিআ’; ‘ইতিজ, উকুনাইঙ, তনাইঙ, সেনাইঙ, ইআলিঙ’; ‘তক্‌উই, নিক্‌উআ, হনকুআ, ওল্‌অক্‌দা, অক্‌দাইঙ’; ‘জগ্‌বেআ, জাগ্‌আর, সগরি, জংগলা’; ‘এমল্, এঠেঁকে, এনাতে, এতেল, ইনিঃএ’; ‘বেএস, এমান, গোত্রঃ’; ‘কাদেলা, লেপের, এসেল, গোরোত্র’; ‘কুপুল, কুলা, চিলকা, ছলাঙ’; ‘তইকেন্, অতেন্, অবাতেকিন্ আপান্‌তাইনা’; ‘মাআরা, উপুন্‌সা, আসুলাকান্, কাআনি, বেআঃ’; ‘আকিঙ, বারিআ, চাকার, আরোম, গারজাঅ’; নিগলনা, জোকো, লেকান্’; উপুনাকো, ওলেকাকিন্, দিক্‌দিক্, কুলকে, চিচিঅর’। (স<sup>১</sup> ও স<sup>২</sup>) বাচক গোষ্ঠীর কথ্য ভাষায় কথ্য অ-ধ্বনি হয়ে কঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি হয়ে হয়ে স্বরসঙ্গতি হচ্ছে, ‘ওলোম কোওর, ওতোরা, ওপেও, ওটোদ্’; ও-ধ্বনি অ-ধ্বনি হয়ে ওঠে, ‘অরনা, চতম, অলেআ, এবেরেন্’; উ-ধ্বনি ও-ধ্বনি হয় স্বাভাবিকভাবে, ‘ওকোনালে, চিওলাও, হনকোআ, কোরকু, তোরিআ’; তালব্য ই-ধ্বনি সংবৃত এ-ধ্বনি হচ্ছে, ‘এতিজ, উকুনাএঙ, তনাএঙ, সেনাএঙ, এআলিঙ’; ক-ধ্বনি ঘোষীভূত হচ্ছে গ-ধ্বনিতে, ‘তগ্‌উই, নিগ্‌উআ, হন্‌গুআ, অলঅগ্‌দা, অগ্‌দাইঙ’; গ-ধ্বনি অঘোষীভূত হচ্ছে ক-ধ্বনিতে, ‘জক্‌বেআ, জাকআর, সাকরি, ডাংকলা’; বিবৃত এইয়া-ধ্বনি সংবৃত এ-ধ্বনি হয়েছে, ‘এডোর, এসের, এনে, এ দেল’; আ-ধ্বনি এইয়া হচ্ছে, ‘কঠতালব্য এ-ধ্বনি তালব্য ই-ধ্বনি হচ্ছে, ‘বেইস, ইমান, গোইঃ’; সংবৃত এ-ধ্বনি কঠ্য আ-ধ্বনি হচ্ছে, ‘কাদালা, লাপের, আসেল, গোরোআ’; ‘ল’ ও ‘ন’ এর চঞ্চল্য, ‘কুপুন, কুনা, চিন্‌কা, ছনাঙ’; ‘ন’ ও ‘ল’ এর বিপর্যয়, ‘তইকেন্, অতেন্, অবাতেকিল্, আপাল, তাইলা’; আ-ধ্বনি অ-ধ্বনি হচ্ছে, ‘অকিঙ, বরিঅ, চাকর, অরোম, গারজাঅঃ’ সমীভূত হয়ে যাচ্ছে, ‘নিগননা, জোজো, লেকাল্’; বিষমীভূত হচ্ছে, ‘উকুনাগো, ওলোকাগিন্, দিগ্‌দিক্, কুলগে, চিসিঅর’।

(অ<sup>১</sup> ও অ<sup>২</sup>) দের মুখের কথ্য ভাষায় বুলি হল, ‘অরক্, অজল, আলাঙ, রাবাঙ, গরম্, মেআঙ, আজোম, সাদোম, এআগ্ ইএগক্, তলকা, গুতি, ইব্‌লিআ, উপনিআ, ইমিন্, অবেএ, অপিএ, দুঅর, পোঅর, জিলির, ইসিন্, অকির, কিমিন্, কিসাব, কিরি, কিলি, বিসি, দিরি, অপি, অপ্‌ইআ, অনসি, অতোরা, অতর, অকল, তিসিঙ, চিমান্, ইমান্, সনুম, হিসাব, নুমাউ, কুল, উফ্, মলং, গিদি, মেনাঃঅঃ, ইসিন্, তেনাল, তানাং, তিরিল্, তিরিঙ’ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ স্বাভাবিকভাবে দ্রুত স্বরসঙ্গতি হয়ে যাচ্ছে (স<sup>১</sup> ও স<sup>২</sup>) দের মুখের কথ্য ভাষায়, ‘আরোক, অজোল, অলোঙ, আলাঙা, রাবাঙা, গোরম্, মিআঙ, এজেমে, সেদেম, ইআগ, ইএঃক, তোলোকা, গোতি, ইবুলে, উপুয়ে, ইমিনি, এবেএ, এপিএ, দুওর, পুঅর, জিলির, ইসিনি, ইকিরি, কিনিনি, কিসের, কেরে, কেলে, বেসে, দেরে, ওপি,

ওপিএ, ওনসি, সোনুম, হিসেব, নুমোউ, কোলো,স ওফো, মলোং, গেদে, মিনাঃঅঃ, হসিনি, তিনাল, অনামো, তিরিলি, তিসিঙ্’।

**তথ্য সূত্র / গ্রন্থ ঋণ:**

ক্র.নং	নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	ঠিকানা	তথ্য সংগ্রহের তারিখ
১	গুড়িয়া মতিলা	স্ত্রী:	৫১	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৫-০৩-২০১৭
২	গুড়িয়া রাহিল	পু:	৪৫	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৫-০৩-২০১৭
৩	গুড়িয়া সুশান্তি	স্ত্রী:	১৯	ছাত্রী	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৫-০৩-২০১৭
৪	গুড়িয়া অঞ্জলী	স্ত্রী:	১৮	ছাত্রী	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৭-০৩-২০১৭
৫	গুড়িয়া গীতা (বিরশি)	স্ত্রী:	৪০	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৭-০৩-২০১৭
৬	টোপনো সাসী	স্ত্রী:	১৯	ছাত্রী	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৭-০৩-২০১৭
৭	ধানাবয়্যার শান্তি	স্ত্রী:	৪৬	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
৮	ধানাবয়্যার শান্তি	স্ত্রী:	৪৬	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
৯	ধানাবয়্যার সোমরা	পু:	৫০	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১০	বারলা কেদরি	স্ত্রী:	৬৫	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১১	বারলা রোফি	পু:	৪০	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১২	বারলা রাম	পু:	৭৫	দিনমজুর	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৩	মুন্ডা ঋষি	পু:	৫৫	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৪	মুন্ডা খুদিয়া	স্ত্রী:	৭৫	অবসর	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৫	মুন্ডা চান্দা	স্ত্রী:	২৭	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৬	মুন্ডা টিলা	স্ত্রী:	৪৯	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৭	মুন্ডা পিংকী	স্ত্রী:	২৩	ছাত্রী	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৮	মুন্ডা বিজয়	পু:	৪৫	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
১৯	মুন্ডা মিলু	স্ত্রী:	৪৪	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২০	মুন্ডা মুন্নী	স্ত্রী:	২২	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২১	মুন্ডা রাজু	পু:	৪৩	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২২	মুন্ডা রাজেশ	পু:	২৪	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২৩	মুন্ডা রাহিল	পু:	৪৫	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২৪	মুন্ডা বৃধুয়া	পু:	৫২	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২৫	মুন্ডা রীনা	স্ত্রী:	১৯	ছাত্রী	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২৬	মুন্ডা সুগী	স্ত্রী:	৩৭	গৃহবধু	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২৭	মুন্ডা বিদ্যা	পু:	৬০	চাকরি	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭
২৮	মুন্ডা সুনীল	পু:	২৭	ছাত্র	মধ্যমগ্রাম, উ: ২৪ পরগণা	১৯-০৩-২০১৭

1. A Comparative Grammar of middle Indo Aryan/S. Sen/Cal
2. Linguistic India/S. K. Chatterjee/Cal- 1928
3. The O.D.B.L. Vol. I, ii, iii/ S.K. Chaterjee/ Cal. Rupa.
4. The MUNDAS and their country. S.C. Roy. Ranchi 1972.
5. Modern Linguistics/ M. Bierwisch/1971.
6. Census of India 1981, 1991, 2001/ J.C. Catford and others/ Call.
7. Tribal Religion/J. Tylor/ 1978.
8. The tribes and Casts of W.B./H.S. Resley/ Cal. 1891.
9. THE MUNDA: A STUDY/ Swadesranjan Choudhuri
10. MUNDA Social Structure/ N.C. Choudhury/ Ranchi
11. A Distinctive Analysis of Mundari/ W.Cook/ Ranchi. 1965
12. Mundari Grammar/ J. Hofman/ Cal- 1903.